দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... JAN 30 1999 ...
পৃষ্ঠা ৭২ কলাম ৪

৭।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুন-পুরানো বই জটিলতা

ঢাকা।

১৯৯৯ সালের ৩ জানুয়ারি বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের কার্যক্রম শুরু হয়। এর আগে বিটিভিতে ঘোষণা করা হয় যে, এবারও নতুন বইয়ের সাথে পুরানো বই দেয়া হবে। নতুন বইয়ের সাথে পুরানো বই দেয়ার আদৌ কোন কারণ বা যৌক্তিকতা রয়েছে? নতুন বইয়ের সাথে পুরাতন বই দেয়া মানে ছাত্রছাত্রীদের মন আগে থেকেই ভেঙ্গে দেয়া। কারণ যে ছাত্রছাত্রীরা মনের আনন্দে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হবে নতুন বইয়ের ছোঁয়া পাবার জন্য। কিন্তু সেখানে দেয়া হচ্ছে পুরানো বই। কেন? পুরানো বই দেয়া হবে কেন? যদি আর সব বই নতুন করে ছাপা হতে পারে তবে কেন দু'একটি বই পুরানো রাখা হবে? দেশে কি টাকার অভাব রয়েছে?

শহরের কোন শিক্ষিত, মার্জিত, ধনী পরিবারের সন্তান স্কুল থেকে আসার পর তাদের বইগুলো সযত্নে তুলে রাখা হয় কোন বইয়ের শেলফে কিংবা বইগুলোকে রক্ষার জন্য স্কুল ব্যাগও কিনে দেয়া হয়। আর গ্রামের চিত্র ভিন্ন, সেখানে এমন কম পরিবারই আছে যাদের সে সঙ্গতি বা ছেলেমেয়েদের স্কুল ব্যাগ কিনে দেয়ার সামর্থ্য আছে। তাই তাদের বইগুলো বিভিন্ন কারণে নষ্ট হয়ে যায়। কোন কোন বই এক বছরই টেকে না, ছিঁড়ে যায়, সে ক্ষেত্রে দুই বছর কিংবা তিন-চার বছর কিভাবে তা ব্যবহারযোগ্য থাকবে?
বলা প্রয়োজন, আনন্দহীন শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা হতে পারে না। তাতে কোন মতে বৈষয়িক কাজ চলে মাত্র, কিন্তু মানসিক বিকাশ সাধিত হয় না। তাই ভবিষ্যতে এ ব্যাপারটিতে সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুরোধ রইল।

মোঃ হুমায়ুন কবীর
সাহিত্য সম্পাদক
ড্রাগন ক্লাব অব সুলতানগঞ্জ, জামালপুর